কর্ণফুলী দপ্তরে বোমা হামলার হুমকী

কর্ণফুলী রিপোর্ট

বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন জামাত রাজাকার কর্মী দাবী করে অষ্ট্রেলিয়াতে শরনার্থী ভিসায় আশ্রয় প্রাপ্ত এবং মাত্র কয়েক মাস আগে একজন মাইগ্রেশন দালাল (মাইগ্রেশন এজেন্ট) হিসেবে নথিভুক্ত রেমন্ড সোলেমান ফয়সল নামে এক ব্যক্তি গত ৪ঠা এপ্রিল প্রায় মধ্যরাতে টেলিফোন করে কর্ণফুলী দপ্তর বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার হুমকী দেয়। নিরাপত্তার কথা ভেবে তাৎক্ষনীক সংশ্লিষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ বিভাগকে কর্ণফুলী পরিবার বিষয়টি রিপোর্ট করে। জরুরী ডাকে সাড়া দিয়ে মধ্যরাতে পুলিশ ছুটে আসে এবং রেমন্ড ফয়সল সোলেমানের হুমকী বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নথিভুক্ত করে। পরের দিন বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে ব্যাঙ্কস টাউন লোকাল কোর্টে একটি মামলা করার প্রস্তুতি নেয়া হয়। অবোধ ও 'বাংলাদেশী মনোভাবাপন্ন' ফয়সল পরের রাত একই পদ্দতীতে পুনরায় কর্ণফুলী দপ্তরে ফোন করে বোমা-হামলা ও গুলি করে হত্যা করার হুমকী দেয় কর্ণফুলীর প্রধান সম্পাদককে। এন.এস. ডব্লিউ পুলিশ তাৎক্ষনিক 'নাম্বার ট্রাকিং' পদ্ধতিতে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ফয়সলকে রাতে তার মোবাইলে ফোন করে এবং পুনরায় কর্নফুলী দপ্তরে 'প্র্যাংক কল' করে বিরক্ত বা হুমকী দিলে তাকে নিশ্চিত গ্রেপ্তার করা হবে বলে কড়াকড়িভাবে সতর্ক করে দেয়। পুলিশের সাথে কথোপকথনে ফয়সল উক্ত 'প্র্যাঙ্ক কল' এর কথা স্বীকার করলেও 'হুমকী'র কথা স্বীকার করেনি। পুলিশের প্রাপ্ত তথ্য ও ফয়সলের দেয়া টেলিফোনের স্বীকারোক্তি আদালতেই নির্ধারন করা হবে বলে পুলিশ কর্ণফুলীর সম্পাদককে জানিয়েছেন। ফয়সল কেন বারবার ফোন করছে সেই ক্ষোভের কারনটিও সে পুলিশকে সেরাতে ফোনে জানিয়েছে। যেহেতু অতিতে কোনদিন কর্ণফুলী সম্পাদককে ফোন করে 'সিডনীর বুকে' কেউ হুমকী দেয়ার সাহস দেখায়নি সেহেতু আগামীতে কর্ণফুলী দপ্তরে যেকোন 'প্র্যাঙ্ক কল' অত্যন্ত নিঁখুতভাবে মনিটর করা হবে এবং ফয়সলের কর্মকান্ড বলেই তা গন্য করা হবে। ভলান্টারী একটি কমিউনিটি অন-লাইন পত্রিকার নিরাপত্তা বিধান কল্পে এন.এস.ডব্লিউ পুলিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান আদালতের সহযোগীতা সত্যি প্রশংসনীয়। ফয়সল বা তার মতো উগ্রবাদী ব্যক্তিরা শান্তিপ্রিয় অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ ব্যবস্থা ও আইনগত পরিবেশকে তাদের জন্মস্থান বাংলাদেশের মতই মনে করে প্রায় গুলিয়ে ফেলে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন কর্ণফুলী সম্পাদক। ফয়সলের হুমকী বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ান মাইগ্রেশন রেগুলেটরী বোর্ডকে [MARA] পুলিশের দেয়া তথ্য অনুযায়ী অতিসত্তর অবগত করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে নোয়াখালী অঞ্চল থেকে আগত উক্ত রিফুজী ও মাইগ্রেশন দালাল রেমন্ড সোলেমান ফয়সলের চমকপ্রদ কিছু কর্মকান্ড সম্পর্কে গত বছর অক্টোবরে কর্ণফুলীতে কয়েকটি রিপোর্ট ছাপানো হয়েছিল। বস্তুনিষ্ঠ উক্ত রিপোর্টগুলোতে আঘাত পেয়ে ফয়সল অষ্ট্রেলিয়ান সুপ্রীমকোর্টে কর্ণফুলীর বিরুদ্ধে একটি 'ইজ্জতহানী'র মামলা করে। উক্ত মামলাটি গত ২৯ মার্চ সুপ্রীমকোর্ট খারিজ করে দেয়। কর্ণফুলীর শুভাকাঙ্খীরা মনে করছে যে ইজ্জতহানী মামলায় আদালতের সিদ্ধান্তে নিজের 'ইজ্জত-শুন্যতা' সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্ষোভে ফয়সল অবোধের মত ঐ দুঃসাহসীক হুমকী দিয়েছিল। বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন মিডিয়াতে দেয়া ফয়সলের তথ্য থেকে জানা যায় যে গত ২০০৩ সনে ফয়সল টুরিষ্ট ভিসা নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম আসে, অতপর নিজেকে একজন দলছুট জামায়াত ও শিবিরের কর্মী হিসেবে দাবী করে সে রিফুজি ভিসার জন্যে দরখাস্ত করে। তার বক্তব্যে আরো জানা যায় যে বাংলাদেশের কুখ্যাত ইসলামী জঙ্গি ও হাত-বোমা তৈরী প্রশিক্ষক 'আলম' তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ছিল। [তথ্য প্রিন্ট আউট কর্ণফুলীর কাছে সুরক্ষিত আছে] 'আলম' বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হওয়ায় ফয়সল ক্ষোভে তার ইসলামী দলটি ছেড়ে দেয়। ভুতপুর্ব ইসলামী জঙ্গির সুতিকাগার ও সন্ত্রাসের জনপদ বাংলাদেশে সহজে বারুদ ও বোমা বানানোর বিভিন্ন উপকরন পাওয়া গেলেও ফয়সল ভুলে গেছে যে শান্তি-শৃঙ্খলার দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে ঐ 'মাল'গুলো সহজ লভ্য নয়। ফয়সলের সন্ত্রাসী হুমকী ও তার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কস টাউন লোকাল কোর্টে কর্ণফুলীর মামলা বিষয়ে পাঠকদের অতি সত্তর আরো বিস্তারিত জানানো হবে।

কর্ণফুলী রিপোর্ট